4

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 02.DE.. 1998 ...
পৃষ্ঠা ২৫ কলাম ৫ ......

গতকাল ঢাকা বইমেলা শুরু হইয়াছে -ইত্তেফাক

আনন্দমুখর পরিবেশে ঢাকা বইমেলা শুরু

রেজানুর রহমান ॥ গতকাল (মঙ্গলবার) শেরে বাংলা নগরস্থ চন্দ্রিমা উদ্যানের পার্শ্বে পক্ষকালব্যাপী ৫ম ঢাকা বইমেলা শুরু হইয়াছে। আনন্দ ও উৎসবমুখর পরিবেশে মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান। যুব ক্রীড়া ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক এনএম পনির উদ্দিন হায়দার অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন সংস্কৃতি সচিব ডঃ শামসুজ্জামান মজুমদার।

বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান বলেন, বই হইল মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু। পাড়ায় পাড়ায় পাঠাগার আন্দোলন গড়িয়া তোলার আহ্বান জানাইয়া তিনি বলেন, এক সময় বলা হইত পাঠাগার থাকিলে মানুষ বই কিনিবে না। কিন্তু যুগের প্রয়োজনে এই ধারণা পাল্টাইয়া গিয়াছে। সাদা কাগজে কালো কালির আকর যেমনভাবে নয়ন জুড়ায় তাহার জুড়ি নাই।

(১৫শ পৃষ্ঠায় ১-এর কঃ দ্রঃ)

বইমেলা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

পাঠাগার আন্দোলন জোরদার করার ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকার প্রতি তিনি বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

ওবায়দুল কাদের বলেন, ঢাকা বইমেলা গ্রন্থপ্রেমিক মানুষের মিলন ক্ষেত্রে পরিণত হইয়া উঠিয়াছে। সোনা ঝরা মিষ্টি রোদের পরশ মাখা শুভেচ্ছা জানাইয়া তিনি বলেন, আসুন সকলে একটি করিয়া বই কিনি। আলোচনা পর্ব শেষে রং বেরঙের বেলুন উড়াইয়া বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান বই মেলার উদ্বোধন করেন। শতাধিক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানসহ মোট ১০৫টি প্রতিষ্ঠান বই মেলায় অংশ নিয়াছে। ছুটির দিন বাদে প্রতিদিন বিকাল ৩টা হইতে রাত ৮টা পর্যন্ত মেলা খোলা থাকিবে। ছুটির দিন মেলা শুরু হইবে সকাল ১১টায় শেষ হইবে রাত ৯টায়। মেলায় শতকরা ২০ ভাগ কমিশনে বই বিক্রয় করা হইবে।

উৎসবমুখর পরিবেশে মেলা শুরু হইলেও আয়োজনের ক্ষেত্রে পরিপক্কতা লক্ষ্য করা যায় নাই। মেলায় বিনোদনমূলক কর্মসূচী রাখা হইয়াছে। কিন্তু গতকাল পর্যন্ত কর্মসূচী চূড়ান্ত করা যায় নাই। আয়োজক প্রতিষ্ঠান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের কয়েকজন কর্মকর্তাকে একাধিকবার জিজ্ঞাসা করিয়াও এই ব্যাপারে কোন সদুত্তর পাওয়া যায় নাই। পাশাপাশি গতকাল মেলায় বেশ কয়েকটি স্টল খালি দেখা গিয়াছে। স্বয়ং জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের স্টলে সন্ধ্যায় বাতি ছিল না।

প্রসঙ্গ কলিকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা

জানুয়ারী ২৭ তারিখ হইতে কলিকাতায় শুরু হইতেছে আন্তর্জাতিক বইমেলা। এইবার মেলার থিম কানট্রি নির্বাচিত হইয়াছে বাংলাদেশ। আয়োজক প্রতিষ্ঠান কলিকাতা পাবলিশার্স গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর অনীল আচার্য গতকাল ঢাকা বইমেলায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে আশাবাদ ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন, শতাব্দীর শেষ কলিকাতা বইমেলা এইবার বিশেষ কারণে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, এই মেলায় বাংলাদেশকে গুরুত্বের সহিত উপস্থাপন করার উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে। মেলায় ৫ হাজার স্কয়ার ফুটের বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন থাকিবে। জাতীয় স্মৃতিসৌধের আদলে এই প্যাভিলিয়ন নির্মাণ করা হইবে। মেলার পরিসর হইবে লম্বায় ৫ মাইল। মোট ৭টি ব্লকের মাঝামাঝি অবস্থানে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন স্থান পাইবে। মেলায় কবি-সাহিত্যিকের জন্য 'আড্ডা' নামে একটি স্থান বরাদ্দ রাখা হইবে। মেলার ৫টি তোরণের মধ্যে মূল তোরণটি নির্মাণ করা হইবে সুপ্রিম কোর্টের আদলে। ভারত-বাংলাদেশ ছাড়াও পৃথিবীর ১৫টি দেশ এই মেলায় অংশ নিবে। ৩০শে জানুয়ারী এই মেলায় বাংলাদেশ দিবস পালন করা হইবে। অনীল আচার্য বলেন, মেলার গুরুত্ব অনুধাবন করিয়া আমরা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে আশা করিতেছি। আশা করি, তিনি আমাদের আমন্ত্রণ রক্ষা করিবেন। বাংলাদেশের সৃজনশীল প্রকাশক পরিষদ আয়োজিত এই সাংবাদিক সম্মেলনে কলিকাতা পাবলিশার্স গিল্ডের শ্রী সুধাংশু শেখর দে, শ্রী রঞ্জন সরকার, সৃজনশীল প্রকাশক পরিষদের পক্ষে গোলাম মহিউদ্দিন, মফিদুল হক, ওসমান গনি, মজিবর রহমান খোকা, মাজহারুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।